ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলা: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ’ এর ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের অনুপ্রবেশ, এবং সংক্রমণ রোধের সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় বাংলাদেশে কোভিড-১৯ অতিমারি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হওয়ায় সারাদেশে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলী বা চলাচলে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কয়েকদফায় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পেলেও এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতি বিশেষত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সারা বিশ্বের মতো করে বাংলাদেশেও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরে আসতে দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোভিড-১৯ টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে সারা দেশব্যাপী টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম আট মাসে (মার্চ-অক্টোবর ২০২০) সংক্রমণ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে দুইটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। যা ১৫ জুন ২০২০ এবং ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণা দুইটিতে করোনা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। স্বাস্থ্যখাতে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয় এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পায়। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। পূর্বের দুইটি গবেষণার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রম বাস্তাবয়ন সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই তৃতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত টিকা কার্যক্রমসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রম সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি বা আওতা কতখানি?

উত্তর: এই গবেষণায় মূলত কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রম পর্যারোচনা করা হলেও পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, এবং করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার আওতায় টিকা কর্মসূচির মধ্যে যে সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন; টিকা নির্বাচন, সংগ্রহ, ক্রয় চুক্তি ও আমদানি; বেসরকারি পর্যায়ে টিকা উৎপাদন/আমদানি, টিকা অনুমোদন, বিপণন মূল্য নির্ধারণ; জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও তদারকি; টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা এবং নিবন্ধন ও টিকা প্রদান। পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় যে সকল কার্যক্রম এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– করোনা ভাইরাস পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে টিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– টিকাগ্রহীতা ‘এক্সিট পোল’; টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ; টিকা প্রদানে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

জরিপ ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণায় ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় সুশাসনের ৭টি নির্দেশক যথা– আইনের শাসন, সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির আলোকে গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লক্ষে টিকা ক্রয়, চুক্তি, আমদানি, অনুমোদন, টিকা নিবন্ধন ও প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ; টিকা পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও প্রয়োগ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি; টিকা বাস্তবায়ন কমিটির কার্যকরতা, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও তদারকি সক্ষমতা, টিকা নিবন্ধন প্রক্রিয়া, টিকা কেন্দ্র সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্প্রসারণ, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি; আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, চাহিদা নিরূপন, টিকাদান বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ ও বিশেষজ্ঞ মতামত; তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও উন্মুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, তদন্ত, বিচার ও শাস্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো– করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা বিতরণে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতিসহ সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেও সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। আইনের লঙ্ঘন করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানির মাধ্যমে জনগণের টাকা হতে তৃতীয় পক্ষের লাভবান হওয়া সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কৌশলগত ঘাটতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক উৎসের ওপর নির্ভর করার কারণে চলমান টিকা কার্যক্রমে আকস্মিক স্থবিরতা নেমে এসেছে। টিকাদান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি ও সম প্রবেশগম্য টিকা কার্যক্রম নিশ্চিত না করার ফলে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত অনেক জনগোষ্ঠী টিকার আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে। টিকার নিবন্ধন ব্যবস্থা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে হওয়ার কারণে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে, যা সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির অর্জনকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। সর্বোপরি করোনা মোকাবিলা ও টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি করোনাভাইরাস নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘায়িত করছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসহ টিকা ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে গবেষণার ফলাফলের আলোকে টিআইবি ১৯ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো– দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যাকে কীভাবে কত সময়ের মধ্যে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করতে হবে; সম্ভাব্য সকল উৎস হতে টিকা প্রাপ্তির জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে; উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতাসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে নিজ উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে; সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি আমদানির অনুমতি প্রদান করতে হবে; রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ব্যতীত টিকা ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; পেশা, জনগোষ্ঠী ও এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ঝুঁকি, আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার সমভাবে বিবেচনা করে অগ্রাধিকার তালিকা হতে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত এলাকা বিবেচনা করে টিকার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও টিকা দান কার্যক্রম সংস্কার করতে হবে; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন ও তৃণমূল পর্যায়ে টিকা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে; সকল কারিগরি ত্রুটি দূর করাসহ সকলের জন্য বিভিন্ন উপায়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিতে হবে (যেমন এসএমএস এর মাধ্যমে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে); সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন কার্ড প্রিন্ট করার নিয়ম বাতিল করতে হবে; এলাকাভিত্তিক চাহিদা যাচাই করে টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; টিকা প্রদান কার্যক্রমে টিকা

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে; টিকা কেন্দ্রে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; অভিযোগের ভিত্তিতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে হবে ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে তদন্ত ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর অগ্রগতির চিত্র প্রকাশ করতে হবে; স্টোরে ফেলে রাখা আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অতি দ্রুততার সাথে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে এবং সংক্রমণ হার বিবেচনা করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করতে হবে; সকল জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে; বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউসহ কোভিড-১৯ চিকিৎসার খরচ সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চিকিৎসা ফি'র সীমা নির্ধারণ করতে হবে; জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করাতে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আচরণ পরিবর্তনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে; মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বলবতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে; সকল জনসংখ্যাকে টিকার আওতায় নিয়ে আসার পূর্বে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবন-জীবিকার সংস্থান করে সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এলাকাভিত্তিক 'লকডাউন' দিতে হবে; সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ নিষেধাজ্ঞার আওতা নির্ধারণ করতে হবে; সরকার ঘোষিত প্রণোদনা অতি দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজনের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত